Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দুনিয়ার প্রতি লোভ লালসা দূর করার উপায়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হানি

রোলঃ ২১৫০০৭৬৯

৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দুনিয়ার প্রতি লোভ লালসা দূর করার উপায়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হানি

রোলঃ ২১৫০০৭৬৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "দুনিয়ার প্রতি লোভ লালসা দূর করার উপায়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে হানি, আইডিঃ ২১৫০০৭৬৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দুনিয়ার প্রতি লোভ লালসা দূর করার উপায় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

উম্মে হানি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

উম্মে হানি

আইডিঃ ২১৫০০৭৬৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.ভূমিকা	৫
২.দুনিয়ার হাকিকত	৬
৩.বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও তার অর্থ	৮
৪.ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও তার অর্থ	১১
৫.দুনিয়ার ব্যাপারে মহানবী ও সাহাবীদের চিন্তা	১৪
৬.মুমিনের সাথে দুনিয়ার সম্পর্ক	১৯
৭.দুনিয়ার প্রতি ভালবাসায় কারণ	১৯
৮.দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসায় লক্ষণ	২১
৯.দুনিয়ার প্রতি মহাব্বতের ক্ষতি	২৩
১০.দুনিয়ার লোভ লালসা থেকে বেঁচে থাকার উপায়	২৫
১১. উপসংহার	২৭

১.ভূমিকাঃ

মানুষের অন্তর হচ্ছে সুউচ্চ ও সুরক্ষিত দুনের মতো। তার রয়েছে অনেকগুলো দরজা ও প্রবেশপথ। তার শয়তান পারে। অপেক্ষমান সুযোগ সন্ধানী শত্রুর মতো। সে সর্বদা সর্বাত্বক চেষ্টা করে উক্ত দুর্গে প্রবেশ করতে ।যেন সে তার নিয়ন্রণ ও কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে।

সেই দুর্গের দরজা ও প্রবেশপথ সমূহের পাহাড়াদারি ব্যাতীত কোন ভাবেই তার রক্ষনাবেক্ষণ ও হেফাজত সম্ভব না। সুতরাং একজন ঙ্গানী ও বুদ্ধিমানের জন্য আবশ্যক হচ্ছে।সেইসব দরজা ও প্রবেশ পথর পরিচয় লাভ করা। যেন সে তার অন্তরে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকা সুযোগ সন্ধানী শয়তানকরে বাধা দিতে পারে।

অন্তরে প্রবেশের জন্য শয়তানের অনেকগুলা পথ ও প্রবেশদার রয়েছে। সেগুলো থেকে উহাহরণ সরুপ কয়েকটি হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ লালসা, কিপৃণতা, লোক দেখানো, লোকিকতা, অহংকার, অাত্নম্ভরিতা, অন্যের প্রতি মন্দা ধারণা, তাড়াহুড়ার প্রবনতা, অস্থিরতার, উদাসীনতা, রাগ-গোস্বা, দুনিয়ার মোহ ও ভালোবাসার,দুনিয়ার এবং দুনিয়ার চাক চিকো সুন্দেযের সাথে সম্পক কায়েম করা। পোশাক পরিস্ছদ , সহায়-সম্পতি ও বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি মোহে পড়া।

আমরা এখন দুনিয়ার প্রতি লোভ লালসা এবং তা দুর করার উপায় নিয়ে আলোচনা করব ইন শা আলাহ।

২.দুনিয়ার হাকিকতঃ

যে যে পরিমাণ আল্লাহর জিকির করে ও তার কিতাব কুরআন তিলাওয়াত করে সে সে পরিমাণ সুখী হবে। এ মূলনীতিকে ভেবে দেখার পরই কেউ এ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।

“যদি না (কুফুরিতে) মানুষদের একমত হওয়ার আশংকা থাকত তবে যারা পরম করুণাময়কে অস্বীকার করে তাদের ঘর-বাড়ির জন্য আমি রূপার ছাদ ও যার ওপরে চড়ে তার ওপরে উঠে সেই সিড়ি বানিয়ে দিতাম। এবং তাদের বাড়ি-ঘরের জন্য দরজা ও যাতে তারা হেলান দেয় সেই পালঙ্ক বানিয়ে দিতাম। এবং স্বর্ণ নির্মিত নানান সৌন্দর্যের উপকরণ ও অলংকারও বানিয়ে দিতাম। আর এসব কিছু তো দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী মাত্র। অথচ আপনার প্রভুর নিকট রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য আখেরাতের (অতি উত্তম) মহাপুরস্কার।” (৪৩-সূরা আয যুখরুফঃ আয়াত-৩৩-৩৫)

এসব আয়াত পরিষ্কারভাবে পর্থিব পদমর্যাদার ও সামাজিক মানের ক্ষণস্থায়ী (এবং সে কারণেই তুচ্ছ) মূল্যের ঘোষণা দেয়।

যখন আমরা দেখি যে কাফেরর প্রায়ই সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে পক্ষান্তরে মু’মিনরা প্রায়ই পার্থিব আমোদ-নিষিদ্ধ জীবন যাপন করে তখন আমাদের একথা বুঝা উচিত নয় যে, এ জীবনই সফলতার মাপকাঠি। পার্থিব আমোদ তো এমন লক্ষণ যা কেবলমাত্র এ পৃথিবীর তুচ্ছ মূল্যেরই ইঙ্গিত করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী উতবা ইবনে গাজওয়ান (রাঃ) এক জুমুআর দিন খুতবা দানকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অতীতের দিনগুলি কী অবস্থায় কেটেছে তার স্মৃতিচারণ করে জোরে জোরে (উচ্চস্বরে) বলছিলেন, তিনি বলছিলেন কিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেন, কিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা খেয়েছেন। তবুও ঐ সাহাবী (রাঃ) সে সব দিনকে তার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখের দিন বলে ঘোষণা

দিলেন। তারপর তিনি বর্ণনা দিলেন কিভাবে তিনি (রাঃ) একটি অঞ্চলের শাসক হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে বিদায় নিলেন। এবং পার্থিব অবস্থার (মানের) উন্নতি সত্ত্বেও তিনি (রাঃ) আশ্চর্যবোধ করলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর জীবনের সত্যিকার গুণ কতটা নিচে এসে গেছে!

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) যখন কুফার গভর্নর ছিলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালে তিনি পাগলপারা হয়ে গেলেন। তিনিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনকালে (তার সাথে খাদ্যের অভাবে) গাছের পাতা ও মৃত পশুর চামড়া খেয়েছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যে থাকাকালে তার পুরাতন বাড়ির স্বাদ উপভোগ করার পর তিনি তার নতুন জীবনের প্রাসাদকে সহ্য করতে পারলেন না।

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

“এবং নিশ্চয় আখেরাত তোমার জন্য দুনিয়ার তুলনায় শ্রেষ্ঠ।” (৯৩-সূরা আদ দোহাঃ আয়াত-৪)

অতএব, আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি গোপন রহস্য আছে- আর তাহলে এ পৃথিবীর তুচ্ছতা জানা। “তারা কি মনে করে যে আমি যে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়াচ্ছি তাতে তাদের কল্যাণের ব্যাপারে ত্বরান্বিত করছি? তা নয়, বরং তারা তা বুঝে না।” (২৩-সূরা আল মু'মিনূনঃ আয়াত-৫৫-৫৬)

উমর (রাঃ) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্শ্ব দেশে খেজুরের চাটাইয়ের দাগ দেখতে পেলেন, যা চাটাইয়ে শোয়ার ফলে সৃষ্ট হয়েছে এবং তিনি ঘরের দৈন্যদশাও দেখলেন। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে তার দু’চোখ বেয়ে অশ্রু দরদর করে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সকলের আদর্শ ও নেতা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায়!

“আর তারা বলে এ রাসূলের কী হলো যে সে আমাদের মতো বা মানুষের মত খায়-দায় ও বাজারে চলা-ফিরা করে।” (২৫-সূরা ফুরকানঃ আয়াত-৭)

উমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো জানেন যে খসরু ও জার কিভাবে জীবন যাপন করে!

(আপনি তো সেভাবে জাকজমকভাবে জীবন যাপন করতে পারেন। -অনুবাদক)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন-

أفي شكٍّ أنت يا ابن الخطَّاب اما ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا

“হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি সন্দেহে ভুগছ? আমাদের জন্য আখেরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?”

এটা হলো ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যতা ও সুন্দর বণ্টন। অতএব, তারা যদি ডলার, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, দালান-কোঠা ও গাড়ি-ঘোড়ায় সুখ খুঁজে পায় তবে পাক। আল্লাহর কসম নিশ্চয় তারা কখনও সেসব জিনিসের মাঝে তা খুঁজে পাবে না।

“যারা দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য চায় আমি সেখানে তাদেরকে তাদের পুণ্যকর্মফল দিই আর সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। তাদের জন্যই পরকালে (আখেরাতে) দোযখ ছাড়া অন্য কিছু নেই এবং সেখানে (দুনিয়াতে) তারা যা করেছে তা আখেরাতে বৃথা যাবে ও তারা যা (দুনিয়াতে) করত তা আখেরাতে বাতিল হয়ে যাবে।” (১১-সূরা হুদঃ আয়াত-১৫-১৬)

৩.বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও এর অর্থ:

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হলো- মানুষের সমস্ত চিন্তা-চেতনা পার্থিব ও তাৎক্ষণিক ভোগ-বিলাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং সকল চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রম কেবল এ উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা। এসবের পরিণাম কি হতে পারে সে ব্যাপারে তার কোনই চিন্তা ভাবনা থাকে না এবং সে জন্য সে কোন কাজও করে না। পরন্তু এদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

সে এও জানে না যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার এ জীবনকে আখেরাতের ক্ষেত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। দুনিয়াকে তিনি করেছেন আমলের স্থান এবং আখেরাতকে করেছেন প্রতিদান দেয়ার স্থান। অতএব যে সৎ ও পুণ্য কাজ দ্বারা পার্থিব জীবনের এ সুযোগ গ্রহণ করেছে, সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে লাভবান হয়েছে। আর যে দুনিয়ার এ সুযোগ নষ্ট করেছে সে তার আখেরাতকেও হারিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

'সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।' (সূরা হাজ্ব, ১১)

আল্লাহ এই দুনিয়া অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং এক মহান উদ্দেশ্যে তিনি একে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন:

OBJযিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? (সুরা মূলক, ০২)

অন্যত্র তিনি বলেন:

'ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুকেই আমি পৃথিবীর শোভা করে দিয়েছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ। (সুরা কাহফ, ০৭)

আল্লাহ তাআলা এ জীবনে ধন-সম্পদ, সন্তান সন্ততি, মান-ইজ্জত, নেতৃত্ব এবং অন্যান্য এমন উপভোগ্য ক্ষণস্থায়ী ও প্রকাশ্য শোভা বর্ধনকারী বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যা স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। অধিকাংশ লোকের দৃষ্টিই এসব বাহ্যিক চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের প্রতি সীমাবদ্ধ এবং এ সবের গোপন তত্ত্ব ও রহস্য সম্পর্কে তারা কোন চিন্তা ভাবনা করে না। ফলে শেষ পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে কোন রকম চিন্তা-ভাবনা করে না। ফলে শেষ পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে কোন রকম চিন্তা – ভাবনা না করেই তারা দুনিয়ার এসব ধন-দৌলত অর্জন, জমা করা ও উপভোগে মত্ত হয়ে পড়ে। এমন কি অবস্থা এত দূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায় যে, এ দুনিয়ার জীবন ছাড়াও আরেক জীবন যে আছে তাও তারা অস্বীকার করে বসে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

‘তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।’(সূরা আনআম, ২৯)

জীবনের প্রতি যারা এরকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তাদের প্রতি আল্লাহ কঠিন শাস্তি ভয় প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

‘নিশ্চয়ই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ও তা নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে গাফিল, এমন লোকদের আবাস হল অগ্নি- তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে।(সূরা ইউনুছ,৭-৮)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

‘এ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা করে আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করি এবং এখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এদেরই জন্য আখেরাতে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং তারা এখানে যা করে, আখেরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর তারা যে সব কাজ-কর্ম করে সবই নির্থক। (সূরা হুদ, ১৫-১৬)

শাস্তি এই বাণী উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের শামিল করছে। চাই তারা ঐ ধরনের লোক হোক, যারা দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে আখেরাতের কাজ করে থাকে, যেমন মুনাফেক, রিয়াকারী, অথবা হোক তারা কাফির, পুনরুত্থান ও হিসাব দিবসের প্রতি যাদের ঈমান নেই যেমন জাহেলী যুগের লোকদের অবস্থা এবং বর্তমান যুগের পুঁজিবাদ, কমিউনিজম ও নাস্তিক্যবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদরে ন্যায় মাননতা বিধ্বংসী মতবাদ সমূহ। জীবনের প্রকৃত কদর এরা বুঝতে পারেনি এবং জীবনের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গি পশুর দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। বরং এরা তো পশুর চেয়েও অধম। কেননা তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে অকার্যকর করে সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য বস্তুবাদের প্রতি নিয়োজিত করেছে। আর এমন জিনিসের পেছনে তারা তাদের সমস্ত সময় ব্যয় করে দিচ্ছে যা তাদের জন্য স্থায়ী নয় এবং তারাও তা স্থায়ীভাবে ভোগ করতে পারবে না।

আর নিজেদের সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের জন্য তারা কিছুই করছে না, যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

তারা পশুর চেয়েও অধম এজন্য যে, পশুর শেষ পরিণাম বলতে কিছু নেই এবং এমন কোন বিবেক-বুদ্ধিও নেই যদ্ধারা সে চিন্তা- ভাবনা করেতে পারে। অথচ এদু'টি বস্তুই ঐ লোকদের রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

'আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে?তারা তো পশুর মতই, বরং আরো অধিক পথভ্রষ্ট। (সূরা ফোরকান,৪৪)

এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের আল্লাহ তাআলা অজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন:

'কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত। আর আখেরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল।(সূরা রূম, ৬-৭)

৪.ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও তার অর্থঃ

মুমিনদের দুনিয়ার জীবন মুল লক্ষ্য হতে পারে না। তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হল আখিরাত। তাই মুমিনরা দুনিয়াতে তাদের যাবতীয় কর্ম দ্বারা আখিরাত লাভের চেষ্টা চালিয়ে যায়। দুনিয়া মুমিনদের জন্য আখিরাতের পথ চলার সাময়িক বিশ্রামাগার। পথিক যেমন পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কোথাও ছায়া তালাশ করে সেখানে বিশ্রাম নেয় অনুরূপ একজন মুমিনের জন্য আখিরাতের কল্যাণ হাসিলের লক্ষ্যে কাজ করতে করতে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। আর দুনিয়া হল, তাদের বিশ্রামাগার।

দুনিয়ার জীবন বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতে প্রেরণ করছে মানবজাতিকে দুনিয়ার অন্ধকার থেকে বের করে আলোর সন্ধান দিতে এবং সরল পথ দেখাতে। দুনিয়ার রাজত্ব বা বাদশাহি করতে তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়নি। দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না। তাকে দুনিয়ার নারী, বাড়ী, গাড়ী

ও রাজত্ব সবকিছুই দেওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তিনি কোন কিছুই গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন আমি এক বেলা খাব অপর বেলা উপবাস থাকবো এটাই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। তিনি সাদাসিধে জীবন-যাপন করতে পছন্দ করতেন। কোন প্রকার উচ্চাভিলাষ ও রং তামাশা করতে পছন্দ করতেন না। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

[...وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف ، وإن عند رجليه قَرَظَاً مصبوباً، وعند رأسه أَهَبٌ معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال: ما يُبكْيِكَ؟ يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال: «أمَا تَرْضى أَنْ تَكُونَ لهُمْ الدُّنْيَا وَلَناَ الاٰخرَةُ«

একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খেজুর পাতার বিছানা শুয়ে থাকতে দেখি। খেজুর পাতার বিছানার উপর আর কিছুই বিছানো ছিল না, তার মাথার নিচে একটি চামড়ার বালিশ ছিল। পায়ের দিক দিয়ে একটি উন্মুক্ত তলোয়ার আর মাথার পার্শ্বে খাবারের একটি পোটলা। আমি তার মুবারক দেহে বিছানার দাগ দেখে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, তুমি কি কারণে কাঁদছ? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! রোম ও পারস্যের রাজা-বাদশাহরা দুনিয়ার কত শান শওকত নিয়ে থাকে, আর আপনি আল্লাহর রাসূল; উভয় জাহানের বাদশাহ হয়ে একটি খেজুরের পাতার বিছানায় শুয়ে আছেন। আমার কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের জন্য দুনিয়া, আমাদের জন্য আখিরাত হওয়াতে তুমি কি সন্তুষ্ট ন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দুনিয়ার সবকিছু তুলে ধরা হল এবং তাকে দুনিয়াদারি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেয়া হল। কিন্তু তিনি দুনিয়াকে গ্রহণ না করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। দু 'হাত দিয়ে দুনিয়াকে না করেন এবং দুনিয়ার প্রস্তাবকে প্রতিহত করে দুনিয়াকে পিছনে ফেলে দেন। তারপর তার সাহাবীদের কাছে দুনিয়াকে তুলে ধরা হল এবং তাদের নিকটও দুনিয়া পেশ করা হল। তাদের কেউ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ অবলম্বন করল

এবং দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করল; তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আবার তাদের মধ্যে কতক আছে যাদের নিকট দুনিয়াকে পেশ করা হলে তারা বলে, হে দুনিয়া! তুমি বল, তোমার মধ্যে কি কি রয়েছে? তখন বলা হল, হালাল, হারাম, মাকরুহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ের সমন্বয়েই দুনিয়া। তখন তারা বলল, দুনিয়া থেকে যা হালাল তা আমাদের দাও, এছাড়া অন্য গুলোতে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। তারা দুনিয়ার হালাল বস্তুকে অবলম্বন করল আর হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করল। তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য দুনিয়াকে পেশ করা হলে, তারা বলল, দুনিয়ার হালাল বস্তুসমূহকে আমাদের জন্য রেখে যাও। তাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ তালাশ করে পাওয়া গেল না। তখন তারা মকরুহ ও সংশয়যুক্ত বস্তুসমূহ তালাশ করলে, দুনিয়া তাদের জানিয়ে দিল, তা তো তোমাদের পূর্বের লোকেরা গ্রহণ করে ফেলছে। তখন তারা বলল, তাহলে তুমি আমাদেরকে তোমার হারাম বস্তুসমূহ দাও, তখন তাদের হারাম বস্তুসমূহ দেয়া হলে তারা তা গ্রহণ করল। তারপর তাদের পরবর্তীরা দুনিয়া তালাশ করলে তাদের দুনিয়া জানিয়ে দেয় যে, দুনিয়া অত্যাচারীদের কবজায় চলে গেছে। তারা দুনিয়া বিষয়ে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। তখন তারা দুনিয়া হাসিলের জন্য অতি উৎসাহী হয়ে বিভিন্ন কলা, কৌশল ও তাল-বাহানা অবলম্বন করে। তখন অবস্থা এত নাজুক হবে যে, কোনো অপরাধী হারাম বস্তুর দিক হাত বাড়ালে দেখতে পাবে, তার চেয়ে আরও অধিক খারাপ ও শক্তিশালী অপরাধী তার প্রতি তার পূর্বেই হাত বাড়িয়ে আছে। অথচ একটি কথা মনে রাখতে হবে, দুনিয়াতে আমরা সবাই মেহমান, আমাদের হাতে যেসব ধন-সম্পদ আছে, তা সবই আমাদের নিকট আমানত। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف، وماله عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤادة"

"দুনিয়াতে সবাই মেহমান, আর তার ধন-সম্পদ হল আমানত, মেহমান অবশ্যই বিদায় নেবে, আর আমানতকে প্রকৃত মালিকের নিকট আদায় করা হবে"।

এ ছিল নবী ও রাসূলগণের অবস্থা- তাদের যখন দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভ হত, তখন তাদের মধ্যে এ নিয়ে কোন কৌতূহল, উল্লাস বা আনন্দ পরিলক্ষিত হত না, তারা এ

নিয়ে গর্ব, অহংকার করত না। আল্লামা কুরতুবি রহ. বলেন, কোন নবীই দুনিয়ার কোন বিষয় নিয়ে আনন্দ ও উল্লাস করেননি"।

৫.দুনিয়ার ব্যাপারে মহানবী ও সাহাবীদের চিন্তাঃ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার পরিবার, পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের উপর।

মনে রাখতে হবে, মানুষের অন্তর হল, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হল, তার অধীনস্থ প্রজা। যখন রাজা ঠিক হয়, তখন তার অধীনস্থ প্রজারাও ঠিক থাকে। আর যখন রাজা খারাপ হয়, তার অধীনস্থ প্রজারাও খারাপ হয়। নোমান ইবনে বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحتْ صَلَح الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدتْ فَسَد الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ ٱلْقَلْبُ«

অর্থ, সাবধান! তোমাদের দেহে একটি গোস্তের টুকরা আছে, যখন টুকরাটি ঠিক থাকে তখন সমগ্র দেহ ঠিক থাকে, আর যখন গোস্তের টুকরাটি খারাপ হয় তখন তোমাদের পুরো দেহ খারাপ হয়ে যায়, আর তা হল, মানবাত্মা বা অন্তর।

মানবাত্মা হল, শক্তিশালী দুর্গের মত, যার আছে অনেকগুলো দরজা, জানালা ও প্রবেশদ্বার। আর শয়তান হল, অপেক্ষমাণ সুযোগ সন্ধানী শত্রুর মত, যে সব সময় দুর্গে প্রবেশের জন্য সুযোগ খুঁজতে এবং চেষ্টা করতে থাকে; যাতে দুর্গের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব নিজেই করতে পারে।

এ দুর্গকে রক্ষা করতে হলে, তার দরজা ও প্রবেশদ্বারসমূহে অবশ্যই পাহারা দিতে হবে। দুর্গের প্রবেশ দ্বারাসমূহ রক্ষা না করতে পারলে দুর্গকে রক্ষা করা কোনভাবেই

সম্ভব নয়। সুতরাং, একজন জ্ঞানীর জন্য কর্তব্য হল, তাকে অবশ্যই দুর্গের দরজা ও প্রবেশদ্বারসমূহ চিহ্নিত করে তাতে প্রহরী নির্ধারণ করে দেয়া, যাতে সে তার স্বীয় দুর্গ-মানবাত্মা-কে অপেক্ষমাণ, সুযোগ সন্ধানী শত্রু-শয়তান হতে রক্ষা ও মানবাত্মা হতে তাকে প্রতিহত করতে পারে। আর শয়তানটি যাতে তার কোন ক্ষতি করতে তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে মানবাত্মার জন্য শয়তানের প্রবেশদ্বার অসংখ্য অগণিত; সব গুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বলা যেতে পারে, যেমন: হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কৃপণতা, রাগ, ক্ষোভ, দুশমনি, খারাপ ধারণা, দুনিয়ার মহব্বত, তাড়াহুড়া করা, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, ঘর-বাড়ী এবং নারী-গাড়ীর মোহে পড়া ইত্যাদি।

আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর অপার অনুগ্রহে এ কিতাবে মানবাত্মার জন্য বিধ্বংসী বিষয়সমূহের আলোচনার ধারাবাহিকতায় শয়তানের প্রবেশদ্বারসমূহ হতে সর্বশেষটি অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত বিষয়ে আলোচনা করব। দুনিয়ার হাকিকত কি, দুনিয়াতে মুমিনদের অবস্থান ও দুনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কের মান-দণ্ড কেমন হওয়া উচিত, তা এ কিতাবে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরতে প্রয়াস চালাবো। তারপর দুনিয়ার মহব্বত ও আসক্তির কারণে মানব জীবনে কি কি প্রভাব পড়তে পারে, কি ক্ষতি হতে পারে, তার প্রতিবিধান কি এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তির কারণসমূহ আলোচনা করব।

এ পুস্তিকাটি তৈরি করা ও এটিকে একটি সন্তোষজনক অবস্থানে দাঁড় করাতে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমি কখনোই ভুলবো না।

আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন দুনিয়াকে আমাদের লক্ষ্য না বানান, আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায় নির্ধারণ না করেন এবং আমাদের গন্তব্য যেন জাহান্নাম না করেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আরও প্রার্থনা করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন, আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের স্থায়ী ও চিরন্তন কল্যাণ দান করেন এবং আমাদের ক্ষমা করেন। আমীন।

দুনিয়া বিষয়ে সাহাবীদের অবস্থান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীরা দুনিয়ার প্রতি কখনোই লোভী ছিলেন না। তারা ছিলেন রাসূল সা. এর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও তার শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রপথিক। তাই তারাও ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত দুনিয়া বিমুখ এবং আখিরাত অভিমুখী। সাহাবীরা কখনো ভোগ-বিলাসের জীবন যাপন করেননি। তারাও সাদা সিদা জীবন-যাপন করতেন। তারা ছিলেন কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির আদর্শ। সাহাবীগণ সবসময় আখিরাতকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দিতেন।

খলিফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক ভালো ভালো ও সু-স্বাদু খাওয়ার খাওয়া এবং পানীয় পান করা হতে বিরত থাকতেন এবং অভিজাত ও দামি খাওয়া ও পানীয় হতে নিজেকে দূরে রাখতেন। আর তিনি বলতেন, আমি আশংকা করি আমি যেন তাদের মত না হই, যাদের বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে বলেন,

﴿وَيَوۡمَ يُعۡرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا فَٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَبِمَا كُنتُمۡ تَفۡسُقُونَ ٢٠ [الأحقاف: 20.]﴾

আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। তোমরা যেহেতু অন্যায়ভাবে জমিনে অহংকার করতে এবং তোমরা যেহেতু নাফরমানী করতে, সেহেতু তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে’। [সূরা আহকাফ, আয়াত: ২০] আবু মিজলায বলেন, কতক সম্প্রদায় এমন আছে, যারা দুনিয়ার অনেক কল্যাণ যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা তারা হারাবে, তখন তাদের বলা হবে,

أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا

‘তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। [সূরা আহকাফ, আয়াত: ২০]

আল্লামা ইবনে জারির রহ. বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেন ইবন হুমাইদ, আর তিনি বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেন, ইয়াহিয়া ইবন ওয়াজিহ, তিনি বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেন, আবু হামযা আর তিনি আতা হতে এবং আতা আরফাযা ইবন আস্-সাকাফী হতে হাদিস বর্ণনা করে বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে সূরা আলা- سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى -র তিলাওয়াত শুনতে চাইলে, তিনি আমাদের সূরাটির তিলাওয়াত শোনান। তারপর তিলাওয়াত করতে করতে যখন ﴿بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ١٦ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ﴾আয়াত পর্যন্ত পৌঁছল, তখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করে দেন এবং সাহাবীদের দিকে অগ্রসর হয়ে বলেন, আমরা কি আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেইনা? তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে সাহাবীরা চুপ করে বসে থাকেন। তারপর তিনি আবারো বললেন, আমরা কি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি? কারণ, আমরা দুনিয়ার সৌন্দর্য, নারী, বাড়ী, গাড়ী ও ভালো ভালো খাদ্য-পানীয় অবলোকন করি আর আখিরাত থেকে আমরা অনেক দূরে থাকি। তাই আমরা নগদ অর্থাৎ দুনিয়াকে গ্রহণ করি, বাকী অর্থাৎ আখিরাতের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নাই। কথাগুলো আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বিনয় অবলম্বন ও নিজেকে ছোট করে স্বীয় মর্তবা থেকে নিচে নেমে এসে বলেন, অন্যথায় তার মত এমন একজন ছাহাবী দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবেন, তা কখনো চিন্তাই করা যায় না। অথবা তিনি কথাগুলো দ্বারা মানবজাতির অবস্থা সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

আখনফ ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারপর আমরা মদিনায় ফিরে এলাম এবং কুরাইশের লোকদের একটি মজলিশে উপস্থিত হলাম। তখন মোটা কাপড় পরিহিত, সুঠাম দেহের অধিকারী ও বিবর্ণ চেহারার একলোক এসে তাদের মধ্যে উপস্থিত হল। তারপর সে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা যারা ধন-সম্পদ একত্র করে- যাকাত আদায় করে না তাদের সু-সংবাদ দাও আগুনের তখতির; যাকে জাহান্নামের আগুনের উপর গরম করা হবে। অত:পর তা তাদের স্তনের বোটার

উপর রাখা হলে তা তাদের দুই কাঁধের পার্শ্ব দিয়ে নির্গত হবে। আর তার দুই কাঁধের উপর রাখা হলে তা তার দুই স্তনের বোটা দিয়ে বের হয়ে আসবে। তার কথা শোনে সমবেত লোকেরা সবাই মাথা নিচু করে রাখল কেউ তার কথার কোন প্রকার জবাব দিল না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকটি চলে গেলে আমি তার পিছু নিলাম এবং দেখতে পেলাম লোকটি একটি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসল। আমি তাকে বললাম, তুমি তাদের যা বললে তারা তা অপছন্দই করল। তিনি বললেন, ঐ সব লোকেরা কিছুই বুঝে না। আমার বন্ধু আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ? আমি তাকিয়ে দেখলাম সূর্য ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পেলাম না। আমি ধারণা করছিলাম তিনি হয়তো আমাকে কোথাও কোন কাজে পাঠাবেন। আমার নিকট যদি সূর্যের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকত, আর আমি তা তিনটি দিনার ছাড়া সবই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রাহে ব্যয় করাতে তেমন কোন আনন্দ অনুভব করি না। অর্থাৎ তিনটি দিনারও একত্র করা বা জমা রাখা তার নিকট অ-পছন্দনীয় ছিল। তারা আসলে কিছুই বুঝে না এ কারণে তারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ একত্র করতে ব্যস্ত। আমি তাকে বললাম, তোমার ও তোমার কুরাইশ ভাইদের কি হল, তাদের তুমি একত্র করছ না এবং তাদের থেকে তুমি আক্রান্ত হচ্ছ না। সে বলল, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট দুনিয়া রবিষয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন করব না এবং দ্বীনের বিষয়ে কোন কিছু জানতে চাইব না।

ওয়াবরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করল, আমি হজের ইহরাম বেঁধেছি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করব কি? তিনি বললেন, তাতে তোমাকে কে বাধা দেয়? তিনি বললেন, আমি অমুকের ছেলেকে দেখেছি, সে তা অপছন্দ করে আর তুমি আমার নিকট তার চেয়ে অধিক উত্তম, তাকে আমি দুনিয়ার ফিতনায় নিপতিত হতে দেখছি। তিনি বললেন, আমাদের বা তোমাদের মধ্যে কে আছে? যাকে দুনিয়ার ফেতনায় আক্রমণ করেনি।

৬.মুমিনের সাথে দুনিয়ার সম্পর্কঃ

কুতায়বা ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত (স্বরূপ)।

কুতায়বা ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত (স্বরূপ)।

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরূপে তার সাথে যায়। দুটি তো ফিরে আসে এবং একটি (তার সঙ্গে) থেকে যায়। সঙ্গে গমন করে আত্নীয় স্বজন ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার জাতি গোষ্ঠী ও মাল-দৌলত ফিরে আসে আর থেকে যায় শুধু আমল।

৭.দুনিয়ার প্রতি ভালবাসায় কারণঃ

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

মানবজীবন দু'ভাগে বিভক্ত। একটি দুনিয়ার জীবন অপরটি আখেরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হ'লেও আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। আখেরাতের জীবনের শুরু থাকলেও যেহেতু শেষ নেই সেহেতু দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের চেয়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনের প্রতি মানুষের পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত। একইভাবে দুনিয়ার জীবনের প্রতি অকারণে মোহ থেকে মানুষের বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। দুনিয়ার প্রতি মোহ ও ভালোবাসা সব অন্যায়ের মূল কারণ। আর দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ সব সৎ কর্মের মূল। দুনিয়া বিমুখতা অন্তর এবং শরীরকে প্রশান্তিতে রাখে। আর দুনিয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি বৃদ্ধি করে। ইসলামী দৃষ্টিতে কোনো বস্তু বাদ দিয়ে তার

চেয়ে উত্তম বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করাকে যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা বলে। অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসাকে বের করে ফেলার নাম যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা।

জীবনধারণের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার নামও যুহুদ। রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীরা এ ধরনের যুহুদের মাঝেই জীবনাতিবাহিত করেছেন। অন্তরে দুনিয়ার প্রতি মোহ বা আকর্ষণ রেখে দুনিয়ার দরকারি কাজকর্ম পরিত্যাগ করার নাম যুহুদ নয়; বরং এটা মূর্খ ও অপারগদের যুহুদ। দুনিয়ার চাকচিক্য ও সম্পদের প্রতি অনীহা ও আখেরাতের শান্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করাই যুহুদ। মূলতঃ যুহুদ মানে হচ্ছে- হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ যা অপসন্দ করেন সেটা থেকেও বেঁচে থাকা। বিলাসিতা প্রকাশ ও অতিমাত্রায় দুনিয়া উপভোগ থেকে দূরে থাকা। পরকালের জন্য উত্তম সম্বল গ্রহণ করা। যুহুদের সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে নবী করীম (ছাঃ) জীবনীতে। যুহুদ অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার মানুষ ও সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল ইবাদতে মশগুল থাকবে। একজন সম্পদশালী মানুষও দুনিয়াবিমুখ বা যাহেদ হ'তে পারে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হ'ল সম্পদশালী মানুষ কি যাহেদ হ'তে পারে? তিনি বললে, হ্যাঁ। إِنْ كَانَ لَا يَفْرَحُ بِزِيَادَتِهِ وَلَا يَحْزَنُ بِنَقْصِهِ 'যদি সম্পদ বৃদ্ধিতে আনন্দিত না হয় এবং কমে যাওয়াতে চিন্তিত না হয়'।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরো বলেন, الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا: قِصَرُ الْأَمَلِ، وَقَالَ مَرَّةً: قِصَرُ الْأَمَلِ وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ 'যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা হ'ল অল্প আকাঙ্ক্ষা, তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন, অল্প আকাঙ্ক্ষা ও লোকদের হাতে যে সম্পদ রয়েছে তা থেকে নিরাশ থাকা'।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, ধনীরা কি যাহেদ হ'তে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ এমন ব্যক্তি যে, إِذَا أُنْعِمَ عَلَيْهِ شَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، 'যখন তাকে নে'মত দান করা হয় তখন শুকরিয়া আদায় করে। আর যখন (সম্পদ বিনষ্ট করে) পরীক্ষা করা হয় তখন ধৈর্য ধারণ করে'।

৮.দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসায় লক্ষণ:

মূল্যহীন ও তুচ্ছ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে যাতে লোকেরা পরকাল মুখী হয় সেজন্য রাসূল (ছাঃ) পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও চাকচিক্যকে পরিহার করতে আদেশ দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এই জাতির প্রথম কল্যাণ রয়েছে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও দৃঢ় থাকার মধ্যে। আর এই জাতির পরবর্তীদের ধ্বংস রয়েছে কৃপণতা ও অধিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে'।[1] আল্লাহর ভালোবাসা ও মানুষের ভালো লাভের দু'টি উপায় রয়েছে। ১. দুনিয়ার চাকচিক্যের লোভ- লালসা ত্যাগ করলে আল্লাহ ভালোবাসবেন। ২. আর মানুষের কাছে যে ধন-সম্পদ রয়েছে তার প্রতি লোভ-লালসা ত্যাগ।

সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহ'লে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে'। কেউ যদি জান্নাত লাভের প্রত্যাশায় তার জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে তাহ'লে সে জান্নাত তো পাবেই পাশাপাশি দুনিয়ার অনেক কিছু লাভ করবে। কিন্তু কেউ যদি দুনিয়া অর্জনের জন্য তার যাবতীয় চেষ্টা ও শ্রমকে নিয়োজিত করে তাহ'লে সে দুনিয়াও ঠিকভাবে পাবেনা। আবার আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ বলেন, অতঃপর লোকদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (কেবল) ইহকালে দাও। পরকালে তার জন্য কোন অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। ঐসব লোকদের জন্য তাতে পূর্ণ অংশ রয়েছে, যা তারা উপার্জন করেছে (বাকারাহ ২/২০১-২০২)।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত চিন্তাকে এক মাকসুদ, অর্থাৎ- শুধুমাত্র আখিরাতের চিন্তায় নিবদ্ধ করে নিবে- আল্লাহ তার দুনিয়ার যাবতীয় মাকসুদ পূরণ করে দিবেন। অপরদিকে যাকে দুনিয়ার নানা দিক ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তার জন্য আল্লাহর কোন পরোয়াই নেই, চাই সে কোন জঙ্গলে (দুনিয়ায় যে কোন অবস্থায়) ধ্বংস হোক না কেন’।[3] কেউ সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে থাকার চেষ্টা করলে আল্লাহর তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং দুনিয়াতে অভাব-অনটন দূর করবেন ও পরকালে জান্নাত দিবেন। কেউ এর বিপরীত করলে তাকে দুনিয়াতে দরিদ্রতার ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে হবে এবং পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দু’হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করব না’।অল্পে তুষ্ট থাকা সফলতার চাবিকাঠি। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা একজন সৎ মানুষের লক্ষণ। যাদের মধ্যে এধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারাই সফলকাম।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ‘ছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজন মাফিক জীবিকা প্রদান করা হ’ল এবং তাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকল সেই সফলকাম হ’ল’।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রয়োজন মাফিক জীবিকাই উত্তম রিযিক’। পৃথিবীতে দু’টি জিনিস বড়ই অপসন্দনীয়। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে দু’টো জিনিস অপসন্দ মনে হ’লেও সেগুলো মানুষের জন্য কল্যাণকর। ১. মৃত্যু ; এটি সবার নিকট অপসন্দনীয়। কিন্তু বর্তমান ফিৎনার যুগে দ্বীন নিন।

৯.দুনিয়ার প্রতি মহাব্বতের ক্ষতি:

দুনিয়ার প্রতি অধিক মহব্বত থাকার কারণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। দুনিয়া মানুষের জন্য অনিবার্য ও জরুরি, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এ দুনিয়াই হবে একজন মানুষের শেষ প্রান্তর ও জীবনের সবকিছু। দুনিয়া হলো একজন মানুষের জন্য আখিরাতের ক্ষেত ও সেতুবন্ধন স্বরূপ। একজন মানুষের শেষ প্রান্তর ও গন্তব্য হলো, আখিরাতের জীবন ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন। দুনিয়াতে তার যাবতীয় কাজ ও আমল হবে তার আসল গন্তব্য ও শেষ ঠিকানার জন্য। দুনিয়া তার আসল গন্তব্য বা শেষ ঠিকানা নয়। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের দুনিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হতে বা ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করেন এবং দুনিয়ার মোহে পড়ে আমরা যাতে ধোঁকায় না পড়ি এ জন্য তিনি আমাদের সতর্ক করেন। দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়াতে নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তা চাই নগদে হোক অথবা পরবর্তীতে হোক। নিম্নে কয়েকটি ক্ষতি ও পরিণতির কথা আলোচনা করা হলো।

এক. দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের চাবিকাঠি

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "দুনিয়াতে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির চাবি হলো, আশাকে খাট করা বা অধিক আশা করা হতে বিরত থাকা। আর যাবতীয় সব কল্যাণের চাবি হলো, আখিরাতের আকাঙ্ক্ষা করা ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি বেশি বেশি ধাবিত হওয়া। আর সমস্ত অনিষ্টের চাবি হলো, দুনিয়ার প্রতি অধিক মহব্বত ও লম্বা আশা। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে আমরা অনেকেই আছি এমন যারা কোনো জিনিসে কল্যাণ আর কোনো জিনিসে অকল্যাণ তা আমরা ভালোভাবে জানি না। অথচ এ বিষয়সমূহের ইলম হলো অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ। কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি কি তা জানা অনেক বড় ইলম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তা জানা ও তার ওপর আমল করার তাওফীক দেন না। আল্লাহ যাদের চান কেবল তাদের কল্যাণ দেন। আর যাদের তিনি চান না তাদের চেয়ে হতভাগা দুনিয়াতে আর কেউ হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালো ও খারাপ সবকিছুর জন্য

চাবি ও দরজা নির্ধারণ করে রেখেছেন। একজন মানুষ তা দিয়ে তার নিকট প্রবেশ করেন।

দুই. দুনিয়ার মহব্বত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কুফুরী করা ও তার নাফরমানীর কারণ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»يُصبحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافرا، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبحُ كَافرا، يَبِيعُ دِينهَ بِعرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا«

“মানুষ ঈমানদার অবস্থায় সকাল উদযাপন করে, আর বিকালে সে কাফির আবার ঈমানের অবস্থায় বিকাল অতিবাহিত করে কিন্তু সকালে সে ঈমান হারা হয়ে যায়। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য সে তার দীনকে বিক্রি করে দেয়”।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, “একজন কাফির সেও কুফুরীর ক্ষতি সম্পর্কে জানে, কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত তাকে কুফরের ওপর উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٠٧ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَسَمۡعِهِمۡ وَأَبۡصَٰرِهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ ١٠٨ لَا جَرَمَ أَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ١٠٩﴾ [النحل: 106,109]

“যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফুরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফুরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফুরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। এটা এজন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফির কাওমকে হিদায়াত করেন না। এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণ সমূহ ও দৃষ্টিসমূহের ওপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই

হচ্ছে গাফেল। সন্দেহ নেই, তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত"। [সূরা নাহাল, আয়াত: ১০৬ -১০৯]

১০.দুনিয়ার লোভ লালসা থেকে বেচেঁ থাকার উপায়ঃ

অধিক লাভের আশায় মানুষ লোভ করে থাকে। তবে লোভ-লালসার কারণে প্রাপ্তির থেকে হারানোর তালিকাই দীর্ঘ হয়ে থাকে। মানুষকে বিপদের মুখোমুখি করে লোভ। লোভের কারণে মানুষ এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয় যার কোনও ক্ষতি পূরণ হয় না। তাই লোভ থেকে দূরে থাকতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'যারা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম।' (সূরা হাশর, আয়াত, ৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা এ জিনিসই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং পরস্পরকে রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উসকিয়ে দিয়েছে। লোভ-লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।' (মুসলিম)।

অল্পে তুষ্টি

লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম পদ্ধতি হতে পারে অল্পে তুষ্টি। অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করতে পারলে মানুষ নিজের যতটুকু সম্বল রয়েছে, এতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্তি খোঁজার চেষ্টা করেন। অধিক প্রাপ্তি অথবা কোনও কিছু না পাওয়ার না থাকার গ্লানি তাকে ছুঁতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে।' (সূরা আত-তাকাসুর : ১)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই বড় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার কাছে অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে। আর যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই বড় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন এবং তার ওপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ভাগ্যে যতটুকু দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না।’ (তিরমিজি)

আল্লাহর ভয় এবং তাকওয়া

লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকার আরেকটি উপায় হলো আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা। কেউ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন জীবন দান করবেন এমনভাবে রিজিক দেবেন, এতে তার আর কোনও টেনশন ভয় থাকবে না। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে তিনি তার জন্যে কোনো পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে তিনি এমন স্থান থেকে রিজিক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। -(সূরা তালাক (৬৫), আয়াত, ২-৩)

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ‘ যে ব্যক্তি মর্যাদা লাভ করতে চায়, (সে জেনে রাখুক-) সমস্ত মর্যাদা আল্লাহরই হাতে। -(সূরা ফাতির, (৩৫), আয়াত, ১০)

হিসাব দিবসে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার ভয়

পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুই করে, আল্লাহ তায়ালার কাছে এসবের জবাবদিহীতা করতে হবে, এই বিশ্বাস অন্তরে রাখতে হবে। হিসাব দিবসের কথা সবসময় অন্তরে থাকলে মানুষের উচ্চাকাঙ্খা কমে যাবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও নিজের জায়গা থেকে সামনে নড়তে দেওয়া হবে না। তা হলো- ১) তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে, ২) যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৩) ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, ৪) এবং তা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৫) সে দ্বীনের (ইসলাম) যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কিনা বা কতটুকু করেছে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৬)

দুনিয়ার অসারতা

যেই পৃথিবীতে মানুষ বর্তমানে বসবাস করছে, যেই জীবন নিয়ে উচ্চাকাঙ্খা দেখছে, তা একদিন শেষ হয়ে যাবে। মালাকুল মাউত এসে উপস্থিত হলেই রঙরসে ভরপূর পৃথিবীর সফর শেষ হবে। এই কথা সবসময় মনে রাখতে হবে।

উপসংহার :

তুমি তোমার দুনিয়া বিষয়ে চিন্তা কর তুমি কত সময় নষ্ট করছ! তারপর তোমার মধ্যে নামবে সাথে সাথে চলে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

“একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মৃত ছাগলের পাশে অতিক্রম করেন। যাকে ছাগলের মালিক রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। তারপর তিনি বললেন, যে

কুদরতের হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এ মৃত ছাগলটি তার মালিকের নিকট যতটুকু মূল্যহীন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিকট দুনিয়া তার চেয়ে আরও অধিক মূল্যহীন তুচ্ছ"।

মুস্তাওরেদ ইবন সাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো, তোমাদের কেউ অথৈই সমুদ্রে তার স্বীয় আঙ্গুল ডুবাইলে কুল কিনারাহীন সমুদ্রের পানির তুলনায় তার আঙ্গুলের সাথে কতটুকু পানি আসে"। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা এ ধোঁকার দুনিয়া হতে দুরে থাকেন এবং চিরস্থায়ী ও চির সুখের জীবন আখিরাতের প্রতি ধাবিত হন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111276842/